খরার পরে বৃষ্টি

সমরেশ মজুমদার

বহুতলের এই বাড়িটির মহিলা সদস্যেরা সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতিবাদ করতে হবে। যাঁরা একটবেশি গলা তুলবেন, ওঁদের ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বলা হবে। না গেলে যাতে যায় তার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

এটা অবশ্যই উত্তেজনার কথা। ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বললেই কেউ যে সুড়সুড় করে চলে যাবে না তা সবাই জানে। ধমক খেয়ে চলে যাওয়ার জন্যে কেউ এত পয়সা খরচ করে ফ্ল্যাট কেনেনি! ঠিক হল, মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধি হয়ে দুজন ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। সবাই মিলে হৈ হৈ করে যাওয়া শোভন নয়। তাই যাবেন সংযুক্তা আর কল্যাণী।

কল্যাণী স্কুলে পড়ান, ছেলে কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার। বেশ দাপটে কথা বলতে পারেন। সংযুক্তা বিয়ে করেননি। অধ্যাপিকা। ছ্যাবলামি একদম পছন্দ করেন না। তিনি যে বেশ সুন্দরী, একথাও কারও মুখ থেকে শোনা পছন্দ করেন না।

দশতলায় লিফট থেকে নেমে একশ দুই নম্বর দরজাটির দিকে এগোতেই দেখা গেল সেটি খোলা এবং কেউ সামনে নেই। হোক দশতলা তাই বলে কি কেউ ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খুলে রাখে? কল্যাণী বেশ বিরক্ত হলেন এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে। অবশ্য তা না হলে প্রকাশ্যে কেউ ওসব করে? দরজা খোলা থাকলেই তো ভেতেরে ঢোকা যায় না। শিষ্টাচার বলে একটা কথা আছে। অতএব বেলের বোতাম টেপা হল। শব্দটি বেজে বেজে থেমে যেতেই যুবকের দর্শন পাওয়া গেল। কিন্তু একি রুচি! দুজন মহিলার সামনে বেরিয়ে এসেছে সামান্য একটি বারমুডা পরে? না হয় শরীরটা সুগঠিত তাই বলে এক বুক লোম দেখাতে একটুও লজ্জা করছে না ওর?

কল্যাণী গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই তো সোহনবাবু ?'

যুবক কাঁধ নাচালো, 'ওসব বাবুটাবু বাদ দিন, আপনারা ?'

'আমরা এই বাড়ির মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধি।'

'ওয়েলকাম। আসুন। কিন্তু আমি আপনাদের দশ মিনিটের বেশি দিতে পারব না।'

'কেন ?' সংযুক্তার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ও এসে যাবে। টাইম সেন্স দারুণ। আর আমি যদি অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলি তাহলে ওর অ্যালার্জি হয়। বসুন।'

ভদ্রতা দেখাতে বসেই সংযুক্তা বললেন, 'এবাড়ির মহিলারা আপনাদের এই বাড়াবাড়ি অপছন্দ করছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন !'

সোহন অবাক, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কল্যাণী বিরক্ত, 'পারছেন না ?'

সোহন দ্রুত মাথা নাড়ল, 'বিন্দুবিসর্গ না।'

কল্যাণী সংযুক্তার দিকে তাকালেন, 'তাহলে তুমিই বুঝিয়ে দাও।'

সংযুক্তা দেওয়ালের দিকে তাকালেন, 'তুমিই বলো।'

ভঙ্গীটি অপছন্দ হল কল্যাণীর। বললেন, 'তুমিই অধ্যাপিকা -- ।'

'বেশ বলছি।' তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিতে চাইলেন সংযুক্তা।

সোহন বলল, 'আর মাত্র সাড়ে আট মিনিট।'

সংযুক্তা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর মধ্যেই হয়ে যাবে। ইয়ে, বলছিলাম কি, হ্যাঁ, আপনাদের বয়স কম, হয়তো সব দিকে হুঁস রাখতে পারেন না -- ।'

'আমার বয়স ছত্রিশ।' সোহন বলল।

কল্যাণীর মুখ ছুঁচোলো হল, 'সেকি! তাহলে তো আপনি তরুণ নন।'

'ঠিক।' মাথা নাড়ল সোহন, 'যুবক বলা যায় কিনা সেটাও তর্কের বিষয়।'

সংযুক্তা হেসে ফেললেন, 'আগের দিনের হিসেব এখন অচল। তাছাড়া আপনাকে দেখে ছত্রিশ বলে মনেই হয় না, এই তো আমি সবে পঁয়ত্রিশে পড়লাম।'

সোহন হাসল, 'তাহলে তো আমরা গায়ে গায়ে।'

কল্যাণী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গায়ে গায়ে মানে ?' আপনি কী বলতে চাইছেন ?'

'গায়ে গায়ে মানে কাছাকাছি বাংলাটা কি ভুল বললাম ?'

'না, না। ঠিক আছে।' সংযুক্তা আশ্বস্ত করলো।

'আর পাঁচ মিনিট।' গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল সোহন।

সংযুক্তা মাথা নাড়ালেন, 'হয়ে যাবে, আজকালকার বাচ্চারা যা দ্যাখে তাই নকল করে। আপনাদের দেখে দেখে যদি নকল করতে শুরু করে দেয় -- ।'

কল্যাণী বললেন, 'ঠিক। এই বিশাল বাড়িটায় কিশোর-কিশোরীর তো অভাব নেই। একেই টিভির প্রভাব মারাত্মক তার ওপর আপনাদের দেখে যদি বাস্তবে সেটা চালু করতে চায়, উঃ, ভাবলেই চোখে অন্ধকার দেখছি। নিশ্চয়ই এরপরে আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

সোহন মাথা নাড়ল, 'বিশ্বাস করুন, আমি খুব কম বুঝি।'

'ও।' সংযুক্তাই সরব হলেন, 'বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওই যে আপনারা, মানে, লিফটের সামনে, দরজার, ওসব করেন, হ্যাঁ ইউরোপ আমেরিকায় কেউ মাথা ঘামায় না কিন্তু এখানে যদি আপনারা দরজা বন্ধ করে করেন -- ।'

'হ্যাঁ। দরজা বন্ধ করে আপনি বা আপনারা কী করছেন তা আমরা কেউ দেখতে আসছি না। কিন্তু যা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা কেন পাবলিকের সামনে তুলে ধরছেন ?' কল্যাণী গলা তুললেন।

সংযুক্তা বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।'

মাথা নাড়ল সোহন, 'আপনারা বোধহয় ভাল করে দ্যাখেননি।'

'দেখিনি মানে?' কল্যাণী আঁতকে উঠলেন যেন, 'আপনি তাকে জড়িয়ে ধরেছেন, সে আপনাকে, তারপর ইংরেজি সিনেমার মত, এটা শুধু আমি কেন, এই বাড়ির সবাই হাঁ করে বহুবার দেখেছে।'

'ও। কিন্তু আমি কী করব বলুন! ভেতর থেকে এসব আবেগ প্রবল ভাবে আসে।'

'আবেগটাকে সংযত করার নামই তো সভ্যতা।' কল্যাণী বললেন।

ঘড়ি দেখল সোহন, 'আর মাত্র তিন মিনিট। আপনারা বুঝবেন না।'

'বুঝিয়ে বলুন। এখনও দু মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ড বাকি।' কল্যাণী বললেন।

'ও চলে যাচ্ছে। পাঁচ বছর একসঙ্গে থেকে চলে যাচ্ছে।'

'সেকি! চলে যাচ্ছেন মানে? ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? সংযুক্তা অবাক।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সোহন।

'সর্বনাশ।' সংযুক্তা ধাতস্থ হতে পারছিলেন না।

'এই ফ্ল্যাট কিনে আসার কিছু পরেই জানিয়ে দিল। আর কথাটা শোনার পর আমার মনের অবস্থা কী রকম হতে পারে ভেবে দেখুন -- ।'

সংযুক্তা কল্যাণীর দিকে তাকালেন।

কল্যাণী বললেন, 'হ্যাঁ, চলে গেলে দুঃখ হতে পারে। মানছি। কিন্তু তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি -- ।'

'বাড়াবাড়ি নয়, আমি শুধু ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছি, তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে আমি একা হয়ে যাব। এখানে সেখানে যেখানেই একা পাচ্ছি বলে যাচ্ছি। শুনতে শুনতে যদি মন ফেরে।'

'যে এত নিষ্ঠুর তার মন ফেরানোর দরকারটা কী! সংযুক্তা বললেন।

'নিষ্ঠুর ? ওকে জড়িয়ে ধরলে আপনি বুঝতে পারতেন ও কত নরম।'

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা এত নরম মানুষ আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছেন কেন ?'

'মন না মতি। তার ভ্রম হতে কতক্ষণ ? আর মেয়েদের তো হতেই পারে। আমি পুরোনো হয়ে গেছি ? পানসে হয়ে গেছি, আধেক আঁখির কোণেও আমার দিকে তাকানো যায় না। তাই যাওয়ার আগে আমাকে বলেছে, তুমি আমাকে ঠিক একশবার আদর করতে পার। এত কম সময়ে একশবার। তবু তো বলেছে। তাই স্থানকাল বিচার না করে আমি আদর করছিলাম যখন তখনই আপনাদের চোখে পড়েছে। আমার মনটা তো আপনারা বুঝতে পারেননি। আর ত্রিশ সেকেন্ড'

সংযুক্তা বিরক্ত হলেন, 'আঃ। বারবার সময় গোনা ছাড়ুন তো।'

'কী করে ছাড়ব ? নিরানব্বইবার তো হয়ে গিয়েছে। এখনই ও এসে ব্যাগ নিয়ে চলে যাবে। তখন শেষবার, শততমবার --। উঃ। আঃ।'

এইসময় ঝনঝনিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। সোহন করুণ চোখে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত রিসিভার তুলল, 'হেলো! তুমি ? তোমার তো এখনই আমার কাছে আসার কথা! ও, ও! কিন্তু এখনও তো একবার বাকি আছে --। ও, আচ্ছা।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সোহন। চোখ তার বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলো, 'কী হল ?'

'আপনারা শুনলে কী খুশী হবেন, ও আসছে না!'

'অ্যাঁ। কেন ?' সংযুক্তা তাকালেন।

'ওঁর নবীন বন্ধু সিনেমার টিকিট কেটেছে।'

'সেকি!'

'এই আমার কপাল।'

সোহন মাথা নাড়ল, 'তবে বলেছে ওটা বাকি থাকল। পরে কখনও একসময় এসে দেনা চুকিয়ে দেবে।'

'কীসের দেনা ?' কল্যাণী রেগে গেছেন।

'ওই যে শততম ! কথার দেনা। কথা দিয়েছিল তো ! কথা দিলে ও কখনও তার খেলাপ করে না।' নি:শ্বাস ফেলল সোহন।

'আপনি কী রকম পুরুষমানুষ। ঘরের বউ বাইরের লোকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে আর আপনি শুধু শততম আদরের জন্যে হা হুতাশ করছেন ?'

সোহন চোখ তুলল সংযুক্তার দিকে, 'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

'বেশ তো করুন না। এখন তো আর মিনিট গুনতে হবে না।'

'আপনি কী কখনও কাউকে আদর করেছেন ?'

কল্যাণী জবাবটা দিলেন, 'না, ওরকম বেলেল্লাপনায় আমরা নেই। তাছাড়া সংযুক্তা বিয়েই করেনি। ভাল চাকরি করে, মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে।'

'তাই।'

'তাই মানে ?' সংযুক্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

'মাথা উঁচু করে থাকলে কাউকে আদর করা যায় না। আদর করতে হলে মাথা নামাতে হয়। আপনি বুঝবেন না।' সোহন নি:শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী উঠে দাঁড়ালেন, 'যাকগে। যে জন্যে এসেছিলাম তার সমাধান হয়ে গেছে। কী বল সংযুক্তা ?'

সংযুক্তা বসে বসেই বললেন, 'হল কোথায় ?'

কল্যাণী বোঝালেন, 'হয়েছে তো। এখন তো আর এবাড়ির কেউ ওদের লিফটের সামনে, দরজার বাইরে ওসব করতে দেখবে না। তিনি যখন এখান থেকে বিদায় হয়েছেন তখন আর সমস্যা থাকছে না।

'তা ঠিক। তবু একটা খোঁচা থেকে গেল যে !'

'কী খোঁচা ?'

'ওই শততম ব্যাপারটা --। তার জন্যে তো তিনি এখানে আসবেন।'

‘ও।’ কল্যাণী সোহনের দিকে তাকালেন, ‘এই যে সোহনবাবু --’

‘আবার বাবুটাবু কেন -- !’

‘ঠিক আছে, শুনুন, শততম ব্যাপারটা ভুলে যান। আপনার মান সম্মান নেই ? আর হ্যাংলার মত যদি করতেই চান তাহলে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে করবেন, কেউ যেন দেখতে না পায়।’

‘না না। সম্বল তো মাত্র আর একবার, শেষবার। এই ঘরে কত সম্পত্তি ছড়ানো, এখানেই তো কাজটা সম্পন্ন করা উচিত।’ মাথা নাড়ল সোহন।

সংযুক্তা, ‘উঃ ! আপনি -- আপনি -- !’

সোহন বলল, ‘আপনি বুঝবেন না।’

সংযুক্তা বললেন, ‘বুঝে আমার কাজ নেই।’

সোহন উদ্দাম গলায় বলল, ‘যতবার দীপ জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বার।’

সংযুক্তা বাঁকা চোখে তাকালেন, ‘তা তো বুঝতে পেরেছি।’

‘মানে ?’

বার বার মেয়েদের পেছনে ঘুরছেন বলেই স্ত্রী নিজের পথ দেখল।’

‘স্ত্রী ? কে স্ত্রী ?’ সোহন অবাক !

‘আরে ! কে আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ?’ কল্যাণীর চোখ ছোট হল।

‘আমার বান্ধবী।’

‘বান্ধবী ? আপনি এতদিন এই ফ্ল্যাটে বান্ধবীকে নিয়ে ছিলেন ? সেকি ! আমরা সবাই ফ্যামিলি নিয়ে আছি। এটা আপনি করতে পারেন না।’

'কেন ? আমি যখন ফ্ল্যাট কিনেছিলাম তখন এমন কোনও শর্ত ছিল না তো। আর বান্ধবী বলেই তো সহজে চলে যেতে পারল আদালতের ঝামেলায় যেতে হল না। স্ত্রী হলে কী আমার আবেগের মূল্য দিতে একশবার কাছে আসতো ? আসতো না। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে চলে যেত !' সোহন বলল।

'অথবা যেত না। এখানেই বসে থাকত আর আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। ডিভোর্স দিত না।' সংযুক্তা বললেন।

'ঠিক। আর আদরও করতো না। কী ভয়ঙ্কর। খুশী হতেন তাতে ?'

সংযুক্তা বললেন, 'না এতে খুশী হওয়া যায় না।'

কল্যাণী বললেন, 'আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলছি। থাক, যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার বান্ধবীকে বলে দেবেন ওই শততমের উদযাপন করতে যেন এ বাড়িতে না আসে। তার জন্যে গড়ের মাঠ আছে, ডায়মন্ডহারবার আছে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন। এবাড়িতে বান্ধবীর সঙ্গে ওসব করা চলবে না। বলে দিয়ে গেলাম।' সংযুক্তাকে ইশারা করে দরজার দিকে এগোলেন কল্যাণী।

'তাহলে তো এই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে হয় !' নিচু গলায় বলল সোহন।

আঁতকে উঠলেন সংযুক্তা, 'সেকি ? কেন ?'

'আমার ফ্ল্যাটে বসে আমি পরাধীন হয়ে থাকব, এ ফ্ল্যাট রাখার কী দরকার ?' সোহন বলল, 'তাছাড়া, আজ কাল তো নয়, ও কবে আসবে শেষ কথা রাখতে তাও আমি জানি না। হয়তো অনন্তকাল আমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনটার জন্যে। আমি তো অপেক্ষা করতে রাজী। কিন্তু করলে কী হবে ? সে যখন আসবে, ধরা যাক পঁচিশ বছর পরে এল, তখন তো তাকে বলতে হবে, না, এখানে নয়, শততম আদর করতে আমার সঙ্গে গড়ের মাঠের মাঝখানে চল, কিন্তু তখন যদি তার সে সময় না থাকে !'

'আপনি পঁচিশ বছর অপেক্ষা করে থাকবেন শুধু একবারের জন্যে ?' সংযুক্তার বুক থেকে যেন শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

'পঁচিশ কেন, আমি একশ বছর অপেক্ষা করতে পারি।'

'একশ বছর !' সংযুক্তার মনে হল তিনি পড়ে যাবেন।

'নিশ্চয়।'

'কেন ? আমি যখন ফ্ল্যাট কিনেছিলাম তখন এমন কোনও শর্ত ছিল না তো। আর বান্ধবী বলেই তো সহজে চলে যেতে পারল আদালতের ঝামেলায় যেতে হল না। স্ত্রী হলে কী আমার আবেগের মূল্য দিতে একশবার কাছে আসতো ? আসতো না। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে চলে যেত !' সোহন বলল।

'অথবা যেত না। এখানেই বসে থাকত আর আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। ডিভোর্স দিত না।' সংযুক্তা বললেন।

'ঠিক। আর আদরও করতো না। কী ভয়ঙ্কর। খুশী হতেন তাতে ?'

সংযুক্তা বললেন, 'না এতে খুশী হওয়া যায় না।'

কল্যাণী বললেন, 'আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলছি। থাক, যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার বান্ধবীকে বলে দেবেন ওই শততমের উদযাপন করতে যেন এ বাড়িতে না আসে। তার জন্যে গড়ের মাঠ আছে, ডায়মন্ডহারবার আছে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন। এবাড়িতে বান্ধবীর সঙ্গে ওসব করা চলবে না। বলে দিয়ে গেলাম।' সংযুক্তাকে ইশারা করে দরজার দিকে এগোলেন কল্যাণী।

'তাহলে তো এই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে হয় !' নিচু গলায় বলল সোহন।

আঁতকে উঠলেন সংযুক্তা, 'সেকি ? কেন ?'

'আমার ফ্ল্যাটে বসে আমি পরাধীন হয়ে থাকব, এ ফ্ল্যাট রাখার কী দরকার ?' সোহন বলল, 'তাছাড়া, আজ কাল তো নয়, ও কবে আসবে শেষ কথা রাখতে তাও আমি জানি না। হয়তো অনন্তকাল আমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনটার জন্যে। আমি তো অপেক্ষা করতে রাজী। কিন্তু করলে কী হবে ? সে যখন আসবে, ধরা যাক পঁচিশ বছর পরে এল, তখন তো তাকে বলতে হবে, না, এখানে নয়, শততম আদর করতে আমার সঙ্গে গড়ের মাঠের মাঝখানে চল, কিন্তু তখন যদি তার সে সময় না থাকে !'

'আপনি পঁচিশ বছর অপেক্ষা করে থাকবেন শুধু একবারের জন্যে ?' সংযুক্তার বুক থেকে যেন শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

'পঁচিশ কেন, আমি একশ বছর অপেক্ষা করতে পারি।'

'একশ বছর !' সংযুক্তার মনে হল তিনি পড়ে যাবেন।

'নিশ্চয়।'

কল্যাণী দরজায় দাঁড়িয়ে বাঁকা গলায় বললেন, ‘চলে এসো সংযুক্তা, একশ বছর পরে ওঁর কোন চিহ্ন থাকবে না।’

সোহন হাসল, ‘এই তো মুশকিল।’

সংযুক্তার চোখ বড় হল, ‘মুশকিল কেন?’

‘আমি অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি উনি কখনও কাউকে আদর করেননি। খুব আফশোষের কথা।’ সোহন মুখ ফেরালো।

‘কি! সংযুক্তা ওঁকে বলে দাও আমার ছেলের বয়স পঁচিশ।’

সোহন বলল, ‘কোনও মায়ের সঙ্গে এসব কথা বলা ঠিক নয়। কিন্তু আপনি তো অবিবাহিতা, পুরুষের টানাপোড়েনে পড়েননি, তাই আপনাকেই বলি, এ আদর নিজেকে আবিস্কার করতে সাহায্য করে।’

‘নিজেকে আবিস্কার?’ সংযুক্তা ফিসফিস করল। ‘হ্যাঁ। এই যে গালে গাল, বুকে বুক, পিঠে হাত, এগুলো কিছু নয়। কিন্তু দুটো শরীরের তাপ মিলেমিশে মেরুতে জমে থাকা বরফকেও ঝুরুঝুরু গলিয়ে ঝরনা করে দিতে পারে আর সেই ঝরনার শব্দ বুকে নিয়ে একশ বছর পর কেন হাজার বছর বেঁচে থাকা যায় নিজের মত করে একথা যে ঠিকঠাক আদর করেনি সে কিছুতেই বুঝবে না।’ সোহন চোখ বন্ধ করল।

সংযুক্তা দুলে উঠলেন, ‘প্লিজ, প্লিজ, এই ফ্ল্যাট বিক্রি করবেন না।’

সোহন চোখ তুলল, ‘কেন?’

সংযুক্তা বললেন, ‘আমি তো কোনও মন্দিরে যাই না। এখানে আপনি পঁচিশ বছর ধরে যখন অপেক্ষায় থাকবেন তখন আমি রোজ এসে আপনাকে দেখে যাব, আমাকে আপনি বঞ্চিত করবেন না, প্লিজ, কথা দিন।’

যেন প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছেন এমন ভঙ্গীতে সংযুক্তা ছুটে বেরিয়ে গেলেন, ওই বয়সে যতটা দ্রুত ছোটা সম্ভব!

....

suman_ahm@yahoo.com
For More Books Visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from http://www.scp-solutions.com/order.html